দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 FEB 2008 পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

# শাবিতে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ সাংবাদিক-পুলিশসহ আহত ৩০

## ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলী : তদন্ত কমিটি গঠন

হাসান সোহেল, শাবি : শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবি) ছাত্রী উত্যক্তের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনায় ও পুলিশের গুলীতে সাংবাদিক পুলিশসহ ৩০ জন আহত হয়েছে। গতকাল বেলা আড়াইটায় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ভবনের সামনে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় পুলিশ দশ রাউন্ড গুলী ছোড়ে। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল ১২টায় ছাত্রলীগের নেতকর্মীরা ভিসি কার্যালয়ে গিয়ে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে নালিশ করে। পরে ছাত্রদল ভিসির সাথে সাক্ষাৎ করে বের হওয়ার সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সাথে পাল্টাপাল্টি কথা কাটাকাটির এক পর্যায় উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। ছাত্রলীগ সোনালী ব্যাংকের সামনে রড, লাঠি, স্টাম্প, ইট নিয়ে অবস্থান নেয়। ছাত্রদলও অনুরূপ লাইব্রেরি ভবনের উত্তর পাশে অবস্থান নেয়। প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর ও পুলিশের উপস্থিতিতে ইট, পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে সংঘর্ষের সূত্রপাত। এ সময় শত শত উৎসুক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। পৃঃ ১১ঃ কঃ ৩

# শাবিতে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরে ছাত্রলীগের হামলায় ছাত্রদল রড, বাঁশের লাঠি, স্টাম্প নিয়ে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ক্যাম্পাসে কর্মরত সাংবাদিক ও প্রক্টরিয়াল বডির সহায়তায় আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। গুরুতর আহত ছাত্রলীগ কর্মী রাহাত (অর্থনীতি তৃতীয় বর্ষ প্রথম সেমিস্টার), অভিককে (ইংরেজী) ওসমানী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, অন্য যারা আহত তারা হলেন ছাত্রদল নেতা আবিদ (নৃবিজ্ঞান বিভাগ মাস্টার্স), রুবেল (অর্থনীতি তৃতীয় বর্ষ প্রথম সেমিস্টার), সমরেশ (সমাজকর্ম), সাজিদ (ফরেস্ট্রি), নাসির, হিমেল (ইংরেজী), সোহান (বায়োটেক), যাহির। আহত ছাত্রলীগ নেতারা হলেন সৌমিত্র (পদার্থ), রাহাত (অর্থনীতি), শান্ত (সিভিল), অভিক (ইংরেজী), আপেল (অর্থনীতি), প্রথম আলোর আলোকচিত্রী নাজমুল কবির পাভেল, এস আই মোহাম্মদ সাত্তারসহ আরো অজ্ঞাত অনেকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ক্যাম্পাসে র‌্যাবসহ তিন প্লাটুন দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে বিরাজ করছে চরম উত্তেজনা। আবারো সংঘর্ষের আশংকায় আতংকিত রয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গতকাল ভীতসন্ত্রস্ত ছাত্রীদের হল ত্যাগ করতে করতে দেখা গেছে। ছাত্রদল শাহপরান ও দ্বিতীয় ছাত্র হলে অবস্থান নিয়েছে। অন্যদিকে, পুলিশি প্রহরায় ছাত্রলীগ ক্যাম্পাস ত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান ফটকে অবস্থান নিয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত যেভাবে : ইংরেজী বিভাগের চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের এক ছাত্রীকে মনজুর রানা ও হাওলাদ পারভেজসহ ছাত্রলীগের কতিপয় নেতাকর্মী দীর্ঘদিন যাবৎ উত্যক্ত করে আসছিল। এরই সূত্র ধরে ঐ শিক্ষার্থীর আত্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা আবিদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ গতকাল সকাল ১০টায় ক্যাম্পাসে মনজুর রানাকে মারধর করে। এ নিয়ে দুইটি প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও পুলিশের বক্তব্য : ছাত্রদল এই ঘটনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে বলে, ভিসির নির্দেশে সাধারণ ছাত্রদের পুলিশ গুলী করেছে। ছাত্রী উত্যক্তকারী মাদকাসক্তদের বিচার চাই। ছাত্রলীগ এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল কমিটির পদত্যাগ এবং ছাত্র হলে সহাবস্থান দাবী করেছেন। এস আই মোহাম্মদ সত্তার বলেন, ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে ফাঁকা গুলী করা হয়েছে।

৬ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন : এদিকে গতকালের ঘটনার জন্য প্রফেসর ড. আকতারুল ইসলামকে প্রধান করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন প্রক্টর প্রফেসর ডক্টর গোলাম আলি হায়দার চৌধুরী, প্রফেসর ড. মোস্তফা হাসান, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউনুস, প্রফেসর ড. কবির হোসেন ও প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইকবাল। এছাড়াও গতকাল ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে রাতে কোন ছাত্র সংগঠনের মুখ নেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে প্রক্টরিয়াল বডি জানা